তারিখ ... 11 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩

সমকাল

"শিক্ষার্থীরা কি বাংলাদেশকে ঠিকমতো জানছে?"

জঙ্গিবাদ | মো. আব্দুল হাই

সাবেক যুগ্ম সচিব; মুক্তিযোদ্ধা ও গবেষক

মাদ্রাসা হোক আর ইংলিশ স্কুল হোক, শিক্ষার বাহন যদি জাতীয় চেতনায় সমৃদ্ধ না হয়ে উদ্ভট এক সংকর প্রজন্মের সৃষ্টি হয়, যার নমুনা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম গুলশান ট্র্যাজেডিতে। জাতীয় সমস্যা আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে যে শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটাতে পারে না সে শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় সমস্যা সমাধানে সামান্যই অবদান রাখতে পারে। আমরা আশা করব, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দাবিদার সরকার শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত না করে মানুষ সৃষ্টির কাজে যাতে ব্যবহার করা যায় সে পথ অনুসরণ করবে

জঙ্গিবাদ নিয়ে যারা আলোচনা করছেন তারা অনেকেই বলছেন, ধারণা ছিল মাদ্রাসার গরিব ছেলেরাই জঙ্গি দলের টার্গেট হয়; এখন দেখা যাচ্ছে উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের টার্গেট করা হচ্ছে। আমার অন্য লেখায় উল্লেখ করেছি, আমাদের ছেলেমেয়েরা ভলগা নদীর গতিপথ মুখস্থ বলতে পারে কিন্তু পদ্মা-মেঘনা-যমুনার নাম জানে না। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে, এমনকি রাজধানীতে এমন অসংখ্য ইনস্টিটিউট আছে, যেখানে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া তো দূরের কথা, এর লেখক কে তাও তারা জানে না। মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তাদের দেওয়া হয় না; আর যা দেওয়া হয় তাও বিপরীত। প্রাথমিক লেভেলে দেশ, জাতি, দেশের ভূগোল, সমাজব্যবস্থা এ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তারা পায় না। ফলে দেশ ও জাতি সম্বন্ধে একরকমের শূন্যতা তাদের মধ্যে বিরাজ করে, যার সুযোগ নেয় অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠী। সঙ্গে থাকে অজানা বেহেশত এবং সেখানে অফুরন্ত ভোগবিলাসের এক কাল্পনিক চিত্র, যা মেধাবী তরুণদের সহজেই আকৃষ্ট করে। তারুণ্যের ধর্ম হলো adventure. স্কুলে দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া, সে ছিল অন্যরকম অ্যাডভেঞ্চারিজম। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের হয় সেরা ছাত্র নয়তো সেরা অ্যাথলেট বা রম্যরচনা, কবিতা, গদ্যে নামকরা সাংস্কৃতিক স্টার। এসবই একেক রকমের অ্যাডভেঞ্চারিজম থেকে সৃষ্ট। ছাত্রনেতা হতে ভালো বক্তৃতা দেওয়ার কসরত অনেকেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে করেছেন, স্বীকার করেন আর নাই করেন।

মাদ্রাসা শিক্ষায় এসবের অনুপস্থিতি দারুণ এক হতাশার সৃষ্টি করে যৌবনে পদার্পণ করার পরই। এমনকি তারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়ও অংশ নিতে পারে না। হীনম্মন্যতায় ভুগতে থাকার চরম সন্ধিক্ষণে যখন অ্যাডভেঞ্চারিজমের ডাক আসে, তাও আবার ইসলাম ধর্মের ডাকসাইটে স্কলার কিংবা নামকরা পাবলিক বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা কোনো শিক্ষকের মাধ্যমে তখন যৌবনের ধর্ম অনুযায়ী তারা আগ্রহী হয়ে ওঠে। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের অবস্থা আরও নাজুক। ও লেভেল, এ লেভেল পাস করে তাদের অধিকাংশকেই ভর্তি হতে হয় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে ক্যাম্পাস বলতে কোনো ভাড়া বাড়ি নয়তো কিচেন মার্কেটের ওপরে কোনো গলিতে দু-একটি ফ্ল্যাট। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আমেজ, পাঠাগার, খেলার মাঠ, টিএসসি তাদের জীবনে অনুপস্থিত। এগুলোর যারা মালিক তাদের প্রথম দিকের অধিকাংশেরই '৭৫-পরবর্তী সরকারের অনুকম্পাপ্রাপ্ত সামরিক-বেসামরিক সাবেক আমলা, ধনাঢ্য ব্যক্তি। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য তারা বিশ্ববিদ্যালয় করেননি, করেছেন রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক স্বার্থে। পেট্রোডলার '৭৫-পরবর্তী সময়ে অনেকেরই ভাগ্য খোলে দেয়। ইন্ডাস্ট্রির মালিক, বেসরকারি টিভি চ্যানেলও আছে, কারও কারও দু-চারটি পত্রিকাও আছে, ব্যাংকের মালিকানা অনেকেরই আছে। যারা এতটুকু পারেনি তাদের দু-একটি ক্লিনিক, কোচিং সেন্টার তো আছেই। এই যে মানারাত ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড তার মালিক কে? শুনেছি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কোনো এক যুদ্ধাপরাধীর বিবি সাহেবা নাকি এটির মালিক।

অনেকে বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডিতদেরই কেউ কেউ বড় ধরনের সহিংসতা ঘটাতে অর্থ জোগাচ্ছেন। এ ধরনের ট্র্যাজেডি ঘটানোর ক্ষমতা যারা রাখেন তাদের সম্পদের পরিমাণ কত? ব্যাংক থেকে শুরু করে হাসপাতাল, ক্লিনিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রমোদতরী সব দিগন্তেই তাদের সম্পদ। যারা বাংলাদেশ হওয়ায় সচিব পদে চাকরিজীবনের বেশিরভাগ সময়ই কাটালেন '৭৫-এর পটপরিবর্তনের সুবিধাভোগী হওয়ার কারণে তারা এবং তাদের বিবি সাহেবারা কতটি প্রাইভেট ইংলিশ স্কুল আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক তার হিসাব নিলে দেখা যাবে প্রায় সবই তারা। ছিটেফোঁটা অন্যরাও থাকতে পারেন। বারবার যে নামটি আসছে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় না জঙ্গি তৈরির কারখানা, এর প্রতিষ্ঠাতাও একজন সাবেক আমলা। এই যে ১/৭ গুলশান ট্র্যাজেডিতে এত প্রাণ গেল তার একটি নাম আমাদের কাছে খুব পরিচিত ছিল। ইশরাত। পত্রিকার খবর, ইশরাত আখন্দের পাশে দাঁড়িয়ে দুই জঙ্গি নিজেদের মধ্যে মৃদু তর্ক করছে; নাম জানতে চেয়েছিল তারা। ইশরাত শুনে একজন বলছিল– ও বাঁচার জন্য মুসলিম নাম নিচ্ছে। মুসলমান হলে হিজাব পরেনি কেন? মাথায় কাপড় নেই কেন? ইশরাতের দিকে এগিয়ে আসা জঙ্গির প্রথম প্রশ্নই ছিল– তোমার মাথায় হিজাব নেই কেন? মাদ্রাসা হোক আর ইংলিশ স্কুল হোক, শিক্ষার বাহন যদি জাতীয় চেতনায় সমৃদ্ধ না হয়ে উদ্ভট এক সংকর প্রজন্মের সৃষ্টি হয়, যার নমুনা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম গুলশান ট্র্যাজেডিতে। জাতীয় সমস্যা আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে যে শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটাতে পারে না সে শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় সমস্যা সমাধানে সামান্যই অবদান রাখতে পারে। আমরা আশা করব, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দাবিদার সরকার শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত না করে মানুষ সৃষ্টির কাজে যাতে ব্যবহার করা যায় সে পথ অনুসরণ করবে।